06 2002

শিক্ষক ও ছাত্ররা অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবি জানিয়েছেন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫২ জন শিক্ষকসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবি জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে শিক্ষকবৃন্দ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রেখে শামসুন্নাহার হলের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সম্ভব নয়। কেননা

(১- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষক ও ছাত্ররা

(১২-এর পাতার পর)

এতে সাধারণ এবং নিরপেক্ষ ছাত্রীরা বিশেষ করে ঢাকার বাইরে অবস্থানকারী ছাত্রীরা কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে পারবে না। শিক্ষকবৃন্দ বলেন, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের কার্যালয় একটি ছাত্র সংগঠনের প্রাধান্যপূর্ণ এলাকায় বসানো হয়েছে। এতে করে অনেক ছাত্রী কমিশনের কার্যালয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। অনেককে হত্যা, এ্যাসিড নিক্ষেপ ও শারীরিক নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। এ অবস্থায় শিক্ষকবৃন্দ অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া, সুবিধাজনক এলাকায় তদন্ত কমিশনের কার্যালয় সরিয়ে আনা এবং ছাত্রছাত্রীদের পরিপূর্ণ নিরাপত্তার দাবি জানান। বিবৃতিতে শিক্ষকবৃন্দ প্রকৃত ঘটনা আড়াল করার জন্য পুলিশসহ মহলবিশেষের অপতৎপরতার তীব্র নিন্দা জানান। এ বিষয়ে সকল শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং সাংবাদিকদের সচেতন হওয়ার জন্য শিক্ষকবৃন্দ আহ্বান জানান। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী, অধ্যাপক মোঃ শাহাদত আলী, অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক, অধ্যাপক মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ড. আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী, অধ্যাপক আমিনুর রশীদ, অধ্যাপক রাজীব হুমায়ুন, অধ্যাপক এসএম ইমামুল হক, অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খান, অধ্যাপক হারুন অর রশীদ, অধ্যাপক হোসেন মনসুর, রুবায়েত ফেরদৌস, মোঃ নূরুজ্জামান, জাহিদ হাসান চৌধুরী, মেহের নিগার প্রমুখ।

ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মারুফা আক্তার পপি ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুজ্জামান শিখর এক বিবৃতিতে অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবি জানান।

বাম ছাত্র সংগঠনের এক সভায় অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবি জানানো হয়। ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রবিবার রাতে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোঃ নূর আলম। এ সময় বক্তৃতা করেন ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি সাব্বাহ আলী খান কলিন্স, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আহাদ মিনার, ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক তাসলিমা আকতার, জাতীয় ছাত্রদলের প্রকাশ দত্ত, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর হাসান ইমাম রুবেল, ছাত্র ইউনিয়নের সাজেদুল হক রুবেল, রাজু আহমেদ প্রমুখ।

ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি নূরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক খোকন দাস এক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবি জানান।

এদিকে বিচার বিভাগীয় কমিশনের কাছে সাধারণ ছাত্রীদের হুমকি দেয়ার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন নির্যাতন বিরোধী ছাত্রছাত্রীরা। এক বিবৃতিতে নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে আবুল হাসান রুবেল অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবি জানান।